রাসূলের (স.) যুগে মদীনার সমাজ রূপ ও বৈশিষ্ট্য

(১ম খন্ড)

ড: আকরাম জিয়া আল উমরী

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

রাসূলের (সা.) যুগে মদীনার সমাজ

রূপ ও বৈশিষ্ট্য

(১ম খন্ড)

ড. আকরাম জিয়া আল উমরী

অনুবাদ

মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

রাসূলের (সা.) যুগে মদীনার সমাজ
রূপ ও বৈশিষ্ট্য (১ম খন্ড)
ড. আকরাম জিয়া আল উমরী
অনুবাদ : মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বি আই আই টি)
বাড়ী # ৫০, রোড # ১৬ (পুরাতন ২৭), ধানমন্ডি
ঢাকা-১২০৯, বাংলাদেশ।
ফোন : ৯১৩৮৩৬৭, ৮১২২৬৭৭, ফ্যাক্স : ৯১১৪৭১৬
ইমেল : biit_org@yahoo.com

প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৮
দ্বিতীয় প্রকাশ ; ২০০৭

ISBN 984-8203-13-3

প্রচ্ছদ
এম এ আকাশ

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা

Rasuler (sm) Jooge Madinar Samaj is a Bengali translation of Medinan Society at the Time of the Prophet- Its Characteristics and Organisation vol. 1, by Akram Diya al Umari and translated into Bengali by Md. Sajjadul Islam and published by Bangladesh Institute of Islamic Thought, Dhaka Bangladesh, 2nd Print 2007.
Phone : 9138367, 8122677, Fax : 9114716, Email : biit_org@yahoo.com
Price : Tk. 150.00 US$ 10.00

সূচি

মুখবন্ধ ৯

ভূমিকা ১১

লেখকের কথা ১৯

ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস রচনা সম্পর্কিত প্রস্তাবনা ২১

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাস বিশ্লেষণে ইসলামী বৈশিষ্ট্য ২৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

হাদীস বিশারদগণের মূলনীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে
নমনীয়তা অবলম্বনের আবশ্যকতা ৩৯

তৃতীয় অধ্যায়

মহানবীর (সা:) আমলে মদীনার সমাজ ঃ
বৈশিষ্ট্য ও প্রাথমিক কাঠামো ৬৩

চতুর্থ অধ্যায়

মদীনার সমাজে ইসলামের প্রভাব ৬৮

পঞ্চম অধ্যায়

হিজরত ও মদীনার সমাজ কাঠামোয় তার প্রভাব ৭১

ষষ্ঠ অধ্যায়

মহানবীর (সা:) যুগে মুয়াখাহ্‌র (পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের) বিধান ৭৭

সপ্তম অধ্যায়
মানব সম্পর্কের বুনিয়াদ হচ্ছে ধর্মবিশ্বাস ৮৮

অষ্টম অধ্যায়
মদীনার সমাজের ভিত্তি ভালবাসা ৯২

নবম অধ্যায়
সমমর্যাদার ভিত্তিতে ধনী ও গরীবের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ৯৫

দশম অধ্যায়
মদীনার সনদ ১১৩

একাদশ অধ্যায়
ইহুদীদের চুক্তি ভঙ্গ এবং মদীনা থেকে তাদের বহিষ্কার ১৪৫

দ্বাদশ অধ্যায়
খায়বর ও হেজাজের অবশিষ্ট ইহুদী ঘাঁটি জয় ১৬৭

পরিশিষ্ট
পরিশিষ্ট এক :
আহল আল সুফফাহ সম্পর্কিত সূত্র ১৮৬

পরিশিষ্ট দুই :
মদীনার সনদ সম্পর্কি গবেষনা সূত্র ১৮৮

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাস বিশ্লেষণের ইসলামী বৈশিষ্ট্য

বিভিন্ন ঘটনা বিশ্লেষণ করে পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণাঃ মানব বিশ্বাসের মূলে রয়েছে তওহিদ, শিরক নয়।

হযরত আদম (আঃ) এর জামানা থেকেই তওহিদের বিধান প্রচলিত ছিল। এরপর উদ্ভব হয় শির্কের। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেনঃ "প্রথমে সব মানুষ একই পথের অনুসারী ছিল। (তারপর এ অবস্থা অপরিবর্তিত থাকেনি, তাদের মধ্যে মতভেদের সূচনা হয়) তখন আল্লাহ নবী পাঠান। তাঁরা ছিলেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী"। (আল বাকারা ২ঃ২১৩)। অর্থাৎ সকল মানুষ একই জাতি (উম্মাহ) আর তাদের দ্বীন ছিল একমাত্র তওহিদ। পরে মানুষ যখন তওহিদের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে দূরে সরে যায় তখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পুনরায় তওহিদের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেন, পবিত্র কোরআনে যার বহু প্রমাণ রয়েছে। অথচ প্রাচীনকালের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাই যে, অনেক মুসলমান ঐতিহাসিকের পরিবেশিত তথ্যও পবিত্র কোরআনের শিক্ষার পরিপন্থী। তারা বলেন, আদিম মানুষেরা জীবজন্তু, গাছপালা ও প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা করতো। তারপর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের ফলে মানুষ তওহিদ বা একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করে। এই বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ ফিরাউন আখেনাতনকে প্রাচীনতম একেশ্বরবাদী বলে গণ্য করেন। কারণ তিনি মিসরের সকল দেবতার আরাধনার পরিবর্তে একমাত্র সূর্যের পূজার প্রবক্তা ছিলেন। দু'টি কারণে এই প্রবঞ্চনার আশ্রয় নেয়া হয়েছেঃ

১. প্রথমতঃ কিছু সংখ্যক মুসলমান ঐতিহাসিক ঐশীবাণী (ওহী) এবং নবুওতের অকাট্য সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাদের ধারণা, মানুষের সাধনায় বহু দেবতার উপাসনা থেকে এক আল্লাহর এবাদতের ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্ম হয়েছে, যা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারার বিকশিত হয়েছে।

২. দ্বিতীয়তঃ মুসলিম ঐতিহাসিকদের অনেকে ডারউইনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তারা ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তার প্রজাতির উৎপত্তি ও বিবর্তন তত্ত্বের প্রয়োগ করেছেন।

মানবজাতির ইতিহাস সম্পর্কে কোরআনের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিত কি মুসলিম ঐতিহাসিককে অবশ্যই তা অনুধাবন করতে হবে এবং ইতিহাস রচনার সময় যথাযথভাবে তা প্রয়োগ করতে হবে। কোরআনের মূলনীতির পরিপন্থী কোন তত্ত্বের সম্মুখীন হলে তার কর্তব্য হবে সে মতবাদকে চ্যালেঞ্জ করা, কেননা তা নিছক তত্ত্বকথা, কোন প্রমাণিত সত্য নয়।

প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রাচীন ইতিহাসের অধিকাংশ মতবাদ গড়ে উঠেছে। এধরনের প্রচেষ্টায় যে যৎসামান্য তথ্য পাওয়া যায় তা প্রাচীন কালের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের বিপুল অভাব ও কৌতূহল পূরণের জন্য যথেষ্ট নয়। যেখানে অমুসলিম ঐতিহাসিকের তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল ভিন্ন আর কিছু নেই সেখানে মুসলিম ঐতিহাসিকগণ নিঃসন্দেহে পবিত্র কোরআনের উপর নির্ভর করতে পারেন। "অগ্র বা পশ্চাতের কোন মিথ্যা যাকে স্পর্শ করতে পারেনি" (ফুসসিলাত ৪১ঃ৪২)। পবিত্র কোরআন হচ্ছে একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যা সবধরনের পরিবর্তন ও বিকৃতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রয়েছে। মুসলমানদের প্রতি এটা আল্লাহর এক অফুরন্ত রহমত যে তিনি স্বয়ং কোরআন মজিদকে হেফাজত করেছেন। কোরআন ঠিক যেভাবে নাজিল হয়েছিল প্রত্যেক যুগের মুসলমানগণ ঠিক সেভাবেই তা তেলাওয়াত করেন এবং তা যে "আল্লাহর বাণী" সে কথা সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করেন। এই নিঃসংশয় বিশ্বাস তাদের মন-মগজ, আচরণ ও চরিত্রের উপর এক সুগভীর প্রভাব বিস্তার করে। এছাড়া তা সমাজ ও সভ্যতার প্রকৃতিকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে। মুসলিম উম্মাহ ছাড়া আর কোন জাতি কখনও আল্লাহর এরূপ রহমতে অভিষিক্ত হয়নি।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের আচরণের হাকিকত

ইসলামী সমাজে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও রীতিনীতি (ঈমান ও আকিদা) উভয়ই গভীরভাবে প্রোথিত থাকে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখেরাতে পুরস্কারের আকাঙক্ষা তার কাজ ও আচরণের উদ্দেশ্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। একজন নিষ্ঠাবান মুসলমানের কাজে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য থাকে না। একজন মুসলমানকে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে তার সকল কাজ, সে জিহাদ হোক, হোক আত্মশুদ্ধি অথবা যেকোন ধরনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড, তার একমাত্র উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। মুসলিম জিন্দেগীর সকল ক্ষেত্রে কর্মতৎপরতার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। একজন মুসলমান একথা ভাল করে জানেন যে, কোন কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ভিন্ন অন্যকিছু যুক্ত হলে তার সে কাজ আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "একান্তভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্য ও তাঁর জন্য নিবেদিত না হলে আল্লাহ কোন কাজই গ্রহণ করবে– না।" আজও যদি অসংখ্য সচেতন মুসলমান এ চিন্তাধারা অনুযায়ী জীবযাপন করেন তাহলে সর্বযুগের শ্রেষ্ঠতম মানব মহানবীর (সা.) সাহাবায়ে কেরাম ও তাদের উত্তরসূরী তাবেয়ীগণের জামানায় এর প্রভাব ছিল কত গভীর?

প্রাথমিক যুগে ইসলাম তার অনুসারীদের যে শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছে তার প্রভাব, তাদের আত্মশুদ্ধি, মানসিক উৎকর্ষ ও ধর্মীয় বিশ্বাসের ঐকান্তিকতার সাথে সাথে এক আল্লাহর এবাদতের ভিতর দিয়ে একথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আলফুতুহ (দেশজয়) নামে পরিচিত সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণের সঙ্গে প্রাথমিকভাবে কোন্ পার্থিব উচ্চালিভাষ জড়িত ছিলনা। বরং এসব ভূখন্ডে ইসলাম প্রচার-প্রসারের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, এর দৃঢ় ভিত্তিপ্রদান, নতুন বিজিত ভূখণ্ডকে সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করা, ইসলামের যথার্থ শিক্ষার আলোকে সেখানকার অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান এবং যেসব নতুন সমস্যা উদ্ভব ঘটতে পারে তা নিস্পত্তি করার আগ্রহই এক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল। Ceatani ও অন্যান্য প্রাচ্যবিদের মতানুযায়ী এতে এসব ভূখণ্ডের জনগণের উপর প্রাধান্য বিস্তার বা তাদের ধন-সম্পত্তি দখল করা অথবা মরুভূমির দুঃসহ জীবনের ক্লেশ থেকে নিষ্কৃতি লাভের কোন উদ্দেশ্য মুসলমানদের ছিলনা।

ইমাম আল তাবারী বর্ণনা করেন, রাবী ইবনে আমীর পারস্যের নেতা রুস্তমের শাহী দরবারে প্রবেশ করলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, " আপনি কি নিয়ে এখানে এসেছেন?" রাবী জবাব দিলেন, "আল্লাহ আমাদেরকে এখানে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ যাকে চান তাকে মানুষের দাসত্ব থেকে তার এবাদতের দিকে, দুনিয়ার সংকীর্ণতা ও জুলুম থেকে পরকালের বিশালতা ও প্রাচুর্যের দিকে এবং ধর্মীয় অবিচার থেকে ইসলামের ইনসাফের দিকে পরিচালিত করার জন্য আমাদেরকে এখানে হাজির করেছেন। আল্লাহ মানুষের জন্য প্রেরিত তার দ্বীনসহ আমাদেরকে এখানে পাঠিয়েছেন তার পথে লোকদের আহ্বান জানানো জন্যে।"

মুসলমানদের প্রতিনিধি রাবী বিন আমীর সেদিন পারস্যবাসীকে যেকথা বলেছিলেন তা কেবল তার ব্যক্তিগত অনুভূতি ছিলনা বরং তা ছিল মুসলিম নেতৃত্ব ও অধিকাংশ মুজাহিদের চিন্তাধারার প্রতিফলন। বস্তুগত স্বার্থসিদ্ধি ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের আশায় কতিপয় বেদুইন হয়ত সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ করতে

পারে। তবে তারা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব অথবা এর অন্তর্নিহিত প্রেরণাদায়ক শক্তির কোনটির প্রতিনিধিত্ব করেনি। একথা বলা প্রয়োজন যে, মুসলিম সমাজ একটি মানব সমাজ এবং এ সমাজের শ্রেষ্ঠাংশ উচ্চতম নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রতি প্রতিশ্রুতিশীল, তাদের সকল কর্ম ও চিন্তা একান্তভাবেই আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই তাদের একমাত্র কামনা আর এ লক্ষ্যেই তাদের সকল প্রচেষ্টা পরিচালিত। তবে মুসলিম সমাজে বিভিন্ন পর্যায়ের মুসলমান রয়েছে। তাদের সকলেই নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেবার উপযুক্ত ন্যূনতম গুণাবলী লালন করে থাকে।

আমরা একথা সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই যে একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান, যিনি প্রতিনিয়ত রাসূলের (সা.) প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহর বাণীঃ "আপনি বলুন, আমার নামায, আমার কোরবানী, আমার সুকৃতি, আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব পালনকর্তা আল্লাহরই জন্য, যার কোন শরীক নেই। আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল" (আল আনাম ৬ঃ১৬২-১৬৩) বার বার তেলওয়াত করেন, কেবল তিনিই ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইসলামী ইতিহাসের ধারা বিশ্লেষণে সক্ষম। কোরআন ও সুন্নাহ মুসলমানের মানস ও আবেগকে প্রভাবিত করে। ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং কাজ ও আচরণের লক্ষ্য নির্ধারণে তিনি সে প্রভাব গভীরভাবে অনুভব করেন। এ কারণেই প্রাশ্চাত্যের লোকেরা ও প্রাচ্যবিদগণ ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের কর্মকাণ্ডের প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ Henri Lammens- এর বনু সাঈদার সাকিফার ঘটনা বিশ্লেষণের বিষয় তুলে ধরা যেতে পারে। (এ ছিল শুরা প্রয়োগের প্রাথমিক দৃষ্টান্ত যাতে সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘুদের অভিমতের অনুসরণ করত।) তিনি পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ফরাসী আদালতের চক্রান্তের ঘটনার স্মৃতিতে উজ্জীবিত হয়ে এই ঘটনা বিশ্লেষণ করতে যেয়ে শেষাবধি প্রকৃত ঘটনাকে বিকৃত করেছেন। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন আবু বকর, উমর ও উসমানের চক্রান্তের ফসল হিসেবে সাকিফার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বনু সাঈদার সাকিফাতে তারা খেলাফত দখল এবং একজনের পর আরেকজনের খলিফা হবার ব্যাপারে একমত হন।

প্রাচ্যবিদগণের অসংখ্য গবেষণা কর্ম রয়েছে। তাদের অবস্থান, মান এবং ধর্মীয় ও জাতিগত সংস্কার মুক্ত অবস্থার আলোকে তার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সাধারণতঃ ইসলাম থেকে অনেক অনেক দূরে ভিন্নতম পরিবেশ-পরিমণ্ডলের অধিবাসী এবং স্বতন্ত্র দর্শন ও সংস্কৃতির ধারক-বাহক বিশেষজ্ঞগণ এসব গবেষণা